শ্রীশ্রীরাধামাধবৌ জয়তঃ

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ

শ্রীমদ্বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীপাদ
বিরচিতঃ

শ্রীধামবৃন্দাবন নিবাসিনা
শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রিণানুবাদিতঃ
সম্পাদিতশ্চ

গৌড়ীয় ভক্তি বুক ট্রাষ্ট (জিবিটি)

প্রকাশকঃ-
পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রী
শ্রীভাগবত নিবাস,বৃন্দাবন,মথুরা (উ.প্র) ভারত
+917078220843 , +918218476676
Website:-www.Bhagwatpremsudha.com

প্রথম সংস্করণঃ-
শ্রীঅন্নকুট মহোৎসব,বঙ্গাব্দঃ- ১৪২৬
শ্রীকৃষ্ণাব্দ-৫২৫৫, শ্রীগৌরাঙ্গব্দঃ- ৫৩৪
২৮ অক্টোম্বর , ২০১৯

সেবানুকূল্যঃ **60** RS

প্রাপ্তিস্থানঃ-
শ্রীভাগবত নিবাস,বৃন্দাবন,মথুরা (উ.প্র) ভারত
পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রী
+917078220843 , +918218476676
Website:-www.Bhagwatpremsudha.com

বিনম্র নিবেদন

সর্বাগ্রে শ্রীগুরু চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি তৎ পশ্চাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদাদিবৃন্দের শ্রীচরণকমলে অনন্ত কোটি দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদবৃন্দ এবং শ্রীষড়গোস্বামীগণের অসীম অনুকম্পায় এই গ্রন্থখানির অনুবাদ করা সম্ভব হইয়াছে। তাঁহাদিগের নিরুপাধি কৃপা ব্যতীত এ হেন কার্য্য করা কদাপি এ ক্ষুদ্র জীবের দ্বারা সম্ভব নয়। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ তাঁহার বিরচিত এই সঙ্কল্পকল্পদ্রুম নামক গ্রন্থখানিতে তিনি শ্রীরাধারানীর নিকট লালসাময়ী সেবাভিলাষ যাচনা করিয়াছেন। কিরূপে নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীরাধারানীর সেবা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবেন এবং শ্রীযুগলকিশোরের বিলাসবারিধি আস্বাদন করিয়া নিজে সেই প্রেমে আমোদিত হইয়া রসসিন্ধু মাঝে নিজেকে নিমজ্জিত করিবেন তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে যে অতুলনীয় রসমাধুরীযুক্ত দিব্য সেবাভিলাষ প্রার্থনা রহিয়াছে তাহা রাগানুগা ভজনানুরাগী সাধক দাস নিত্য আস্বাদন করিলে তাঁহার হৃদয়ে লালসা জাগিবে এবং তাঁহার ভজন মার্গ অতিসুগম হইবে। এই সেবাভিলাষ স্বরূপ রসামৃত নিত্য যিনি পান করিবেন তাঁহার উত্তরোত্তর ভজন বৃদ্ধি হইবে এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য রসকেলির দর্শন হইবে। গ্রন্থখানির প্রকাশনে ত্রুটি মার্জ্জন করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস করা হইয়াছে তথাপি পাঠক যদি কোথাও ত্রুটি আদি দৃষ্ট হইয়া থাকেন তবে নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

নিবেদক
রঘুনাথ দাস

নমো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যৈ

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ

বৃন্দাবনেশ্বরি বয়োগুণরূপলীলা-
সৌভাগ্যকেলিকরুণাজলধেঽবধেহি।
দাসী ভবানি সুখয়ানি সদা সকান্তাং
ত্বমালিভিঃ পরিবৃতামিদমেব যাচে।।১।।

হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! হে বয়ো-গুণ-রূপ-লীলা-সৌভাগ্য-কেলি করুণা-সমুদ্র ! সখীজনপরিবেষ্টিত যে তুমি, তোমার নিকট আমি এই প্রার্থনা করিতেছি, যেন আমি তোমার দাসী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তোমাকে সেবাদ্বারা সুখ প্রদান করিতে পারি।।১।।

প্রদোষান্তে অভিসারঃ-

শৃঙ্গারয়াণি ভবতীমভিসারয়াণি
বীক্ষ্যৈব কান্তবদনং পরিবৃত্য যান্তীং।
ধৃত্বাঞ্চলেন হরিসন্নিধিমানয়ানি
সংপ্রাপ্য তর্জ্জনসুধাং সুখিতা ভবানি।।২।।

আমি তোমাকে সাজাইয়া দিব এবং অভিসার করাইব। তুমি কান্তবদন দেখিয়া একটু ফিরিয়া দাঁড়াইলে তোমার আঁচল ধরিয়া আমি তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আনিব। তুমি তৎ কালে যে তর্জ্জনসুধা বর্ষণ করিবে তাহা লাভ করিয়া আমি আনন্দিতা হইব।।২।।

পাদে নিপত্য শিরসানুনয়ানি রুষ্টাং
তং প্রত্যপাঙ্গ-কলিকামপি চালয়ানি।
ত্বদ্দোর্দ্বয়েন সহসা পরিরম্ভয়াণি
রোমাঞ্চকঞ্চুকবতীমবলোকয়ানি।।৩।।

তুমি রুষ্ট হইলে তোমার শ্রীচরণে মস্তক দিয়া আমি অনুনয়-বিনয় করিতে থাকিব এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তোমার অপাঙ্গ কলিকা চালন সংকেতে তোমাকে তাঁহার বিশাল বাহুযুগলের দ্বারা সহসা পরিরম্ভণ করাইব। সেই সময় তুমি রোমাঞ্চকঞ্চুকবতী হইলে আমি তাহা দেখিতে থাকিব।।৩।।

প্রাণপ্রিয়ে কুসুম-তল্পমলঙ্কুরু ত্ব
মিত্যচ্যুতোক্তি-মকরন্দরসং ধয়ানি।
মা মুঞ্চ মাধব সতীমিতি গদগদার্দ্র
বাচা তবেত্য নিকটং হরিমাক্ষিপাণি।।৪।।

শ্রীকৃষ্ণ বলিবেন হে প্রাণপ্রিয়ে, তুমি এই কুসুমশয়ন অলঙ্কৃত কর। আমি এই কৃষ্ণোক্তি মকরন্দ রস আস্বাদন করিব , ইহা শ্রবণ করিয়া গদগদার্দ্ধ বাক্যের সহিত তুমি বলিবে হে মাধব ! আমি সতী আমাকে ছাড়িয়া দাও ইহা শ্রবণ করিয়া আমি তোমার নিকটে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিব।।৪।।

বামামুদস্য নিজবক্ষসি তেন রুদ্ধা
মানন্দ-বাষ্প-তিমিতাং মুহুরুচ্ছলন্তীং।
ব্যস্তালকাং স্খলিতবেণিমবদ্ধনীবীং
ত্বাং বীক্ষ্য সাধুজনুরেব কৃতার্থয়ানি।।৫।।

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তুমি তাহার বক্ষে রুদ্ধ হইলে বামাস্বভাবে আনন্দ ঘর্ম্মবাষ্প মুহুর্মুহু উচ্ছলিত করিবে। তোমার চূর্ণ কুন্তল বিপর্য্যস্ত হইবে, বেণিবন্ধন

স্খলিত হইবে, নীবি অবদ্ধ হইয়া পড়িবে। তোমার সেই মধুর অবস্থা দেখিয়া আমার এই জন্ম সম্যক্ রূপে কৃতার্থ করিব।।৫।।

নক্তলীলা।

তল্পে ময়ৈব রচিতে বহুশিল্পভাজি
পৌষ্পে নিবেশ্য ভবতীং ন ন নেতিবাচং।
কৃষ্ণং সুখেন রময়ন্তমনন্তলীলং
বাতায়নাত্তনয়নৈব নিভালয়নি।। ৬।।

আমা কর্তৃক রচিত নানা শিল্প সম্পন্ন পুষ্পশয্যায় তোমাকে শয়নে নিবেশিত করিলে তুমি পুনঃ পুনঃ না না না এইরূপ বলিতে থাকিলে অনন্ত রমমাণ শ্রীকৃষ্ণ পরম সুখে তোমার সহিত রমণ করিবেন , আমি বাতায়নে নয়ন অর্পণ পূর্ব্বক তাহা দর্শন করিব।। ৬।।

স্থিত্বা বহির্ব্যজন-যন্ত্র-নিবদ্ধ-ডোরী-
পাণির্বিকর্ষণবশান্মৃদু বীজয়ানি।
উত্তুঙ্গ-কেলি-কলিত-শ্রমবিন্দু-জাল।
মালোপয়ানি মনিতৈঃ স্মিতমাহরাণি।।৭।।

তোমরা বিলাসে বিভ্রান্ত হইলে আমি বাহিরে বসিয়া ব্যজনযন্ত্রের (দড়ি দ্বারা টানা পাখার) ডোরী ধরিয়া মৃদু মৃদু টানিতে থাকিব। তোমাদিগের দুইজনের উত্তুঙ্গ-কেলি জনিত ঘর্ম্মবিন্দু সকল ক্রমে ক্রমে অপনয়ন করিব এবং তোমাদিগের রতিকূজিত শ্রবণ করিয়া হাস্য করিব।।৭।।

শ্রী রূপমঞ্জরিমুখ-প্রিয়কিঙ্করীণা-
মাদেশমেব সততং শিরসা বহানি।
তেনৈব হন্ত তুলসীপরমানুকম্পা
পাত্রী ভবানি করবাণি সুখেন সেবাম্।।৮।।

সেই সময় শ্রীরূপমঞ্জরীপ্রভৃতি আমাকে বলিবেন যে তুমি এখন ডোরী পরিত্যাগ করিয়া পুষ্পচয়ন, চন্দনঘর্ষণ প্রভৃতি পরিচর্য্যা কার্য্যে গমন কর। আমি তাহাদিগের আদেশ সদৈব মস্তকে বহন করিব। পরন্তু তদানীন্তনীয় স্বাভীষ্টলীলা দর্শন সুখত্যাগজন্য অসন্তুষ্ট হইব না। এতাদৃশ আদেশ পালনের জন্য তুলসী মঞ্জরীর পরমানুকম্পাপাত্রী হইয়া সুখে তোমাদিগের সেবা করিব।।৮।।

মাল্যাদি-হার কটকাদিমৃজী বিচিত্র-
বর্ত্তী-সিতাংশু-ঘুসৃণাগুরুচন্দনাদি।
বীটীলবঙ্গ-খপুরাদি-যুতা সখীভিঃ
সার্দ্ধং মুদা বিরচয়ানি কলা প্রকাশ্য।। ৯।।

আমি মালা গাঁথিব এবং হার কটকাদি অলঙ্কার সামগ্রী মার্জ্জন করিব, মকরভঙ্গী প্রভৃতি নির্ম্মাণার্থে বিচিত্রবর্ত্তী তুলি নির্ম্মাণ করিব। লবঙ্গ, সুপারি , কুঙ্কুম্, অগুরু চন্দনাদি, প্রভৃতি লইয়া সখীদিগের সহিত বসিয়া পরমানন্দে তাম্বুল বীটি রচনা করিব।।৯।।

ত্বাং স্রস্তবেশবসনাভরণাং সকান্তাং
বীক্ষ্য প্রসাধনবিধৌ দ্রুতমুদ্যতাভিঃ।
শ্রীরূপরঙ্গতুলসীরতিমঞ্জরীভিঃ
দৃষ্টানয়ানি তব সম্মুখমেব তানি।। ১০।।

তোমাকে কান্তের সহিত কন্দর্পযুদ্ধে স্রস্তবেশবসনা ও বিস্রস্তাভরণা দেখিয়া পুনরায় শীঘ্র সজ্জীভূত করিবার জন্য উদ্যত হইয়া শ্রীরূপ, রঙ্গ, তুলসী, রতিমঞ্জরী প্রভৃতি সখীদিগের দ্বারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবা মাত্রই আমি পূর্বোক্ত মাল্যাদি সকল তোমার নিকট আনয়ন করিব।।১০।।

ত্বামাশিখাচরণমূঢ়বিচিত্রবেশাং
স্প্রষ্টুং পুনশ্চ ধৃততৃষ্ণমবেক্ষ্য কৃষ্ণং ।
আয়ান্তমেব বিকট ভ্রুকুটী-বিভঙ্গ-
হুঙ্কৃত্যুদঞ্চিতমুখী বিনিবর্ত্তয়ানি ।।১১ ।।

তুমি শিখা হইতে চরণ পর্যন্ত বিচিত্র বেশে ভূষিত হইলে তাহা দেখিয়া সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ গুনরায় তোমাকে স্পর্শ করিবার জন্য আসিলে আমি মিথ্যা রোষবশতঃ বিকট ভ্রুকুটী বিভঙ্গ ও হুংকৃতি সহকারে উৎক্ষিপ্তমুখী হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিব ।।১১ ।।

তত্রেত্য বিস্ময়বতীং ললিতাং যদাহ
সাধবীত্ব-কন্টকবিনিক্রমণায় দেব্যাঃ ।
প্রাপ্তং ন্যসিদ্ধদয়ি মামিয়মেব ধূর্ত্তে-
ত্যুক্তিং হরেঃ স্বহৃদয়ং রসয়ানি নিত্যম্ ।।১২ ।।

তোমাদিগের পরস্পরের বিলাসে বেশ স্রস্ত হইয়াছে, জ্ঞানে শ্রীললিতাদেবী তোমাদিগকে পরিহাস করিতে আসিয়া তোমাদিগের বেশভূষার কোন বিপর্যয় না দেখিয়া অঙ্গসঙ্গাভাব সম্ভাবনায় বিস্ময়বতী হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিবেন " অয়ি ললিতে আমি রাধিকাদেবীর সাধ্বীত্ব রূপ কন্টক নিষ্কাশিত করিতে আসিয়া ছিলাম, কিন্তু (অঙ্গুলিদ্বারা আমাকে দেখাইয়া) এই ধূর্ত্তা কিঙ্করী আমাকে' নিবারণ করিতেছে "। শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি রূপ মধু আমি স্বহৃদয়-মধুকরকে নিত্য আস্বাদন করাইব ।।১২ ।।

নিষ্ক্রম্য কুঞ্জভবনাদ্বিপিনে বিহর্ত্তুং
কান্তৈকবাহু-পরিরব্ধতনুং প্রয়ান্তীং ।
ত্বামালিভিঃ সহ কথোপকথা-প্রফুল্ল-
বক্ত্রামহং ব্যজনপাণিরনুপ্রয়াণি ।।১৩ ।।

তুমি যখন শ্রীকৃষ্ণের একটি বাহু পরিরম্ভণ পূর্ব্বক বিপিন বিহারের জন্য কুঞ্জভবন হইতে বাহির হইবে , সেই সময় সখীদিগের দিগের সহিত তুমি কথোপকথন ক্রমে প্রফুল্ল বক্ত্র হইয়া তুমি বিপিন বিহারে গমন করিলে আমি ব্যজন (পাঁখা) হস্তে ধারণ করিয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতে থাকিব ।।১৩ ।।

গায়ানি তে গুণগণাং স্তববর্ত্মগম্যং
পুষ্পাস্তরৈ র্মৃদুলয়ানি সুগন্ধয়ানি ।
সালীততিঃ প্রতিপদং সুমনোভিবৃষ্টিঃ
স্বামিন্যহং প্রতিদিশং তনবানি বাঢ়ম্ ।।১৪ ।।

হে স্বামিনি ! আমি স্বরচিত তোমার গুণ সকল গান করিতে করিতে পুষ্পের আস্তরণ দ্বারা তোমার গমনপথ মৃদুল ও সুগন্ধিত করিব । তুমি অলিগণসহ চলিতে থাকিলে প্রতিপদে পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা প্রতিদিকের আনন্দ বর্দ্ধন করিব ।। ১৪ ।।

প্রেষ্ঠস্বপাণিকৃতকৌসুমহারকাঞ্চী-
কেয়ূরকুণ্ডলকিরীটবিরাজিতাঙ্গীং ।
ত্বাং ভূষয়াণি পুনরাত্মকবিত্বপুষ্পৈ
রাস্বাদয়ানি রসিকালিততীরিমানি ।।১৫ ।।

যখন তুমি তোমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিপিন বিহরণ করিবে তৎ সময়ে তিনি স্বহস্ত দ্বারা প্রস্তুত কুসুমহার কাঞ্চী কেয়ূরকুণ্ডল কিরীট নির্ম্মাণ করিয়া তোমাকে বিভূষিত করিলে আমি স্বীয় কবিতা পুষ্প দ্বারা তোমাকে ভূষিত করিব অর্থাৎ তোমার অপরূপ বেশ বর্ণন করিব এবং এই সমস্ত কবিত্বরস সহচরীগণকে আস্বাদন করাইব ।। ১৫ ।।

চন্দ্রাংশুরূপ্যসলিলৈরবসিক্তরোধ
স্যঞ্চৎকদম্বসুরভাবলিগীতকীর্ত্তৌ।
আরব্ধরাসরভসাং হরিণা সহ ত্বাং
ত্বৎপাঠিতৈব বিদুষী কলয়ানি বীণাং।।১৬।।

কদম্বসুরভি গন্ধে সমাগত অলিগণ যথায় তোমাদের কীর্ত্তি গান করে, চন্দ্রকিরণরূপ রৌপ্য সলিলের দ্বারা অবসিক্ত সেই পুলিনে তুমি ঐ শ্রীহরির সহিত যখন রাসক্রীড়া আরম্ভ করিবে, তখন তোমার নিকট শিক্ষা প্রাপ্তা বীণাপণ্ডিত খ্যাতা আমি বীণাবাদন করিব।।১৬।।

রাসং সমাপ্য দয়িতেন সমং সখীভি
র্বিশ্রান্তিভাজি নবমালতিকা-নিকুঞ্জে।
ত্বয্যানয়ামি রসবৎ করকাম্ররম্ভা-
দ্রাক্ষাদিকানি সরসং পরিবেশয়ানি।।১৭।।

রাস সমাপন করিয়া সহচরীগণসহ তুমি শ্রীকৃষ্ণের সহিত নবমালতীকুঞ্জে যখন বিশ্রাম করিবে , তখন রসজ্ঞ আমি ডালিম , আম, কলা , আঙ্গুরাদি সরস ফলসকল তোমার নিকট আনয়নপূর্ব্বক পরিবেশন করিব।।১৭।।

তল্পে সরোজদলক্লৃপ্ত মনঙ্গকেলি
পর্য্যাপ্তমাপ্তকলয়া রচিতে তুলস্যা।
ত্বাং প্রেয়সা সহ রসাদধিশায়য়ামি
তাম্বূলমাশয়িতুমুল্ললমুল্লসানি।। ১৮ ।।

সেইকালে তুলসী কর্তৃক নানা কলা প্রকাশ পূর্ব্বক সরোজ দলে রচিত অনঙ্গ-কেলি পর্য্যাপ্ত শয়নে তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরমানন্দে শয়ন করাইয়া তাম্বূল অর্পণপূর্ব্বক আমি অত্যন্ত উল্লাসিত হইব।।১৮।।

সম্বাহয়ানি চরণাবলকৈঃ স্পৃশামি
জিঘ্রাণি সৌরভ-সমূঢ়-চমৎক্রিয়াঢ্যিঃ।
অক্ষ্নোর্দধাম্যুরসিজৌ পরিরম্ভয়াণি
চুম্বাম্যলক্ষিতমবেক্ষিতসৌকুমার্য্যা।।১৯।।

সৌকুমার্য্য দ্বারা অবেক্ষিত তোমার চরণদ্বয় আমি সম্বাহন করিব এবং চমৎকারভাবে দর্শন, স্পর্শন ও সৌরভ ঘ্রাণ করিব। নেত্রে ধারণ করিয়া অলক্ষিতভাবে চুম্বন করিব এবং উরসিজ যুগলে ধারণ করিয়া পরিরম্ভণ করাইব।।১৯।।

নিশান্ত্যলীলা।

অন্তে নিশন্তনুতরপ্রসৃতালকাল্যা-
স্তাড়ঙ্কহারততিগন্ধবহাগ্রমুক্তাঃ।
প্রেষ্ঠস্য তে তব চ সংশ্লথিতা নিভাল্য
তত্রানয়ানি পরমাপ্তসখীঃ প্রবোধ্য।।২০।।

নিশান্তকালে তোমার ও তোমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের শীল অলক ও কেশসহ তাড়ঙ্ক হারসমূহ ও নাসাগ্রমুক্ত কিছু কিছু শ্লথিত হইয়াছে দেখিয়া সেই স্থানে পরমপ্রেষ্ঠ সখীগণকে জাগাইয়া তথায় আনয়ন করিয়া তাহা দর্শন করাইব।।২০।।

তা দর্শয়ানি সুখসিন্ধুষু মজ্জয়ানি
তাভ্যঃ প্রসাদমতুলং সহসাপ্নুবানি।
তন্নূপূরাদিরণিতৈর্গতসান্দ্রনিদ্রাং
শয্যোত্থিতাং সচকিতাং ভবতীং ভজানি।।২১।।

আমি সেই পরমপ্রিয় সখীগণকে সেই অবস্থা দেখাইয়া তাঁহাদিগকে সুখ সিন্ধুতে নিমগ্ন করিব। সহসা তাঁহাদের নিকট হইতে অতুল প্রসাদ লাভ করিব। তাঁহাদিগের নূপুরাদিধ্বনি দ্বারা তোমার গাঢ় নিদ্রা অবসান হইবে। তুমি শয্যোত্থান পূর্ব্বক সচকিতভাবে অবস্থিত হইলে আমি তোমার ভজনা করিব।।২১।।

হে স্বামিনি প্রিয়সখীত্রপয়াকুলায়াঃ
কান্তাঙ্গতস্তব বিয়োক্তুমপারয়ন্ত্যাঃ।
উদগ্রন্থয়াম্যলক কুণ্ডলমাল্যমুক্তা-
গ্রন্থিং বিচক্ষণতয়াঙ্গুলিকৌশলেন।।২২।।

হে স্বামিনি ! প্রিয়সখীগণের দর্শনে তুমি লজ্জাকুল হইয়া উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করিবে , পরন্তু হারকুণ্ডলাদি গ্রন্থিনিমিত্ত কান্ত অঙ্গ হইতে স্বয়ংকে পৃথক করিতে অপারক হইলে আমি বিচক্ষণতা সহকারে অঙ্গুলিকৌশল প্রকাশ করিয়া আপনাদিগের অলক, কুণ্ডল, মুক্তা ও মাল্যগ্রন্থি বিমোচন করিব।।২২।।

নাসাগ্রতঃ শ্রুতিযুগাচ্চ বিয়োজয়ানি
তদ্ভূষণং মণিসরাংস্ত বিসূত্রয়াণি।
প্রাণার্ব্বুদাদধিকমেব সদা তবৈকং
রোমাপি দেবি ! কলয়ানি কৃতাবধানা ।।২৩।।

তোমার নাসাগ্র হইতে ও শ্রুতিযুগল হইতে তত্তদ্ভূষণ বিয়োজিত করিব ও মণিহারসমূহ বিসূত্রিত করিব। তোমার একটী কেশকে আমার প্রাণার্ব্বুদ হইতেও অধিকতর প্রিয় মনে করিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত সর্ব্বদা সম্পন্ন করিব ।।২৩।।

ত্বাং সালিমাত্মসদনং নিভৃতং ব্রজন্তীং
ত্যক্ত্বা হরেরনুপথং তদলক্ষিতোঽহং ।
তাং খণ্ডিতামনুনয়ন্তমবেক্ষ্য চন্দ্রাং
তদ্বৃত্তমালি-ততি-সংসদি বর্ণয়ানি ।।২৪ ।।

তোমার পরমপ্রিয় সখীগণ লইয়া নিজ সদন যাবটে তুমি যখন নিভৃতভাবে পথে যাইতে থাকিবে, সেই সময় আমি তোমাদিগের সঙ্গ ছাড়িয়া অলক্ষিত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিব এবং খণ্ডিতা চন্দ্রাবলীকে শ্রীকৃষ্ণ অনুনয় করিতেছেন দেখিয়া আসিয়া সেই সকল বৃত্তান্ত সখীদিগের সভায় বর্ণন করিব ।।২৪ ।।

প্রাতর্লীলা ।

প্রক্ষালয়ানি বদনং সলিলৈঃ সুগন্ধৈ-
র্দন্তান্‌রসালজদলৈস্তব ধাবয়ানি ।
নির্ণেজয়ানি রসনাং তনুহেমপত্র্যা
সন্দর্শয়ানি মুকুরং নিপুণং প্রমৃজ্য ।।২৫ ।।

সুগন্ধিজলের দ্বারা তোমার বদন প্রক্ষালন করিব । সুকোমল আম্রপত্র দ্বারা তোমার দন্ত ধাবন করিব । সুবর্ণের সূক্ষ্ম জিব ছোলা দ্বারা তোমার রসনা পরিষ্কার করিব এবং তাহার পরবর্তীতে নৈপুণ্যের সহিত পরিস্কৃত দর্পন দেখাইব ।।২৫ ।।

স্নানায় সূক্ষ্ম-বসনং পরিধাপয়ানি
হারাঙ্গদাদ্যপঘনাদবতারয়াণি ।
অভ্যঞ্জয়াম্যরুণসৌরভহৃদ্যতৈলৈ
রুদ্বর্ত্তয়ানি নবকুম্কুমচন্দ্রচূর্ণৈঃ ।।২৬ ।।

স্নানের নিমিত্তে তোমাকে সূক্ষ্ম বসন পরাইব । গলদেশ হইতে হারাদি

প্রভৃতি অলঙ্কার খুলিয়া লইব। অরুণ সুরভিত মনোহর গন্ধযুক্ত তৈলের দ্বারা তোমার অভ্যঞ্জন করিব এবং নবকুম্কুম ও কপূর চূর্ণ দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিব ।।২৬।।

নীরৈর্মহাসুরভিভিঃ স্নপয়ানি গাত্রা
দম্ভাংসি সূক্ষ্ম-বসনৈরপসারয়ানি।
কেশান্ জবাদগুরুধুমকুলেন যত্না
দাশোষয়াণি রভসেন সুগন্ধয়ানি।।২৭।।

তদনন্তর মহাসুরভিযুক্ত জল দ্বারা তোমাকে স্নান করাইব ও সূক্ষ্ম বসন দ্বারা তোমার গাত্র হইতে জল অপসারিত করিব, এবং যত্ন করিয়া কেশ সমূহ অগুরুধূমে শুষ্ক করিয়া তাহা সুগন্ধি করিব।।২৭।।

বাসো মনোভিরুচিতং পরিধাপয়ানি
সৌবর্ণকঙ্কতিকয়া চিকুরান্ বিশোধ্য।
গুম্ফামি বেণিমমলৈঃ কুসুমৈর্বিচিত্রা
মগ্রেলসচ্চমরিকা-মণিজাত-ভান্তীং।।২৮।।

তাহার পরবর্তীতে মনের অভিরুচিত বস্ত্র তোমাকে পরাইব, সুবর্ণ নির্ম্মিত চিরুণী দ্বারা তোমার কেশকলাপ বিশোধিত করিয়া বিচিত্র কুসুম ও উজ্জ্বল চমরিকা মণি দ্বারা পরম শোভিত বিচিত্র বেণী পুষ্পসমূহ সহিত বন্ধন করিব।।২৮।।

চূড়ামণিং শিরসি মৌক্তিকপত্রপাশ্যাং
ভালে বিচিত্রতিলকঞ্চ মুদা বিরচ্য।
অক্ত্বাক্ষিণী শ্রুতি যুগং মণিকুণ্ডলাঢ্যাং
নাসামলম্কৃতিমতীং করবাণি দেবি।।২৯।।

হে রাধে ! তোমার ললাটে অতি আনন্দের সহিত বিচিত্র তিলক দিয়া ও মুক্তা নির্ম্মিত ললাটীকা এবং মস্তকে চূড়ামণি রচনা করিব । চক্ষুদ্বয়কে কাজল দ্বারা, শ্রুতিযুগলকে মণিকুণ্ডলের দ্বারা শোভিত করিব এবং নাসিকাকে মুক্তাফলে অলঙ্কৃত করিব ।।২৯ ।।

গণ্ডদ্বয়ে মকরিকে চিবুকে বিলিখ্য
কস্তূরিকেষ্টপৃষতং কুচয়োশ্চ চিত্রং ।
বাহ্বোস্তবাঙ্গদযুগং মণিবন্ধযুগ্মে
চূড়াং মসারকলিতাং কলয়ানি যত্নাৎ ।।৩০ ।।

তোমার গণ্ডদ্বয়ে মকরিকাদ্বয়,চিবুকে কস্তুরিকাবিন্দু এবং কুচদ্বয়ে চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিব এবং দুই বাহুতে অঙ্গদ যুগল এবং মণিবন্ধদ্বয়ে ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত চুড়ি যত্ন করিয়া পরাইব ।। ৩০ ।।

পাণ্যঙ্গুলীঃ কনকরত্নময়োর্ম্মিকাভি
রভ্যর্চ্চয়ানি হৃদয়ং পদকোত্তমেন ।
মুক্তোতকঞ্চুলিকয়োরসিজৌ বিচিত্র -
মাল্যেন হারনিচয়েন চ কণ্ঠদেশং ।।৩১ ।।

কনকরত্নময় অঙ্গুরী দ্বারা তোমার করাঙ্গুলি সকল, উত্তমপদকের দ্বারা বক্ষস্থল, মুক্তাখচিত কাঁচুলী দ্বারা তোমার স্তনদ্বয়, এবং বিচিত্র মাল্য ও হারনিচয়ের দ্বারা তোমার কণ্ঠদেশ অভ্যর্চ্চিত করিব ।। ৩১ ।।

কাঞ্চ্যা নিতম্বমথ হংসকনূপুরাভ্যাং
পাদাম্বুজে দলততিং ক্বণদঙ্গুরীয়ৈঃ ।

লাক্ষারসৈররুণমপ্যনুরঞ্জয়ানি
হে দেবি তত্তলযুগং কৃতপুণ্যপুঞ্জা ।। ৩২ ।।

হে রাধিকে ! কৃতপুণ্যপুঞ্জ আমি, তোমার নিতম্বদেশ কাঞ্চী দ্বারা, পাদাম্বুজদ্বয় হংসকনূপুর দ্বারা, বাদনশীল অঙ্গুরী দ্বারা পদাঙ্গশ্রেণী (পদের আঙ্গুলি সমূহ) সাজাইব এবং তোমার অরুণসদৃশ পদতল দ্বয় লাক্ষারস দ্বারা অনুরঞ্জিত করিব ।। ৩২ ।।

অঙ্গানি সাহজিক-সৌরভয়ন্ত্যথাপি
দেব্যর্চ্চয়ানি নবকুম্কুমচর্চ্চয়ৈব ।
লীলাম্বুজং করতলে তব ধারয়াণি
ত্বাং দর্শয়ানি মণিদর্পণমর্পয়িত্বা ।। ৩৩ ।।

হে রাধিকে ! সাহজিক সৌরভ দ্বারা তোমার অঙ্গ সকল সুরভিত থাকিলেও নব কুম্কুম চর্চ্চাদ্বারা তোমাকে অর্চ্চন করিব । তোমার করে লীলাম্বুজ দিয়া মণিদর্পণ অর্পণ পূর্ব্বক তোমার স্বরূপ তোমাকে দর্শন করাইব ।। ৩৩ ।।

সৌন্দর্য্যমদ্ভুতমবেক্ষ্য নিজং স্বকান্ত-
নেত্রালি-লোভনমবেত্য বিলোলগাত্রীং ।
প্রাণার্ব্বুদেন বিধুবর্ত্তিকদীপকৈশ্চ
নির্ম্মঞ্ছয়ানি নয়নাম্বুনিমজ্জিতঙ্গী ।। ৩৪ ।।

স্বীয় কান্তের নেত্রালি লোভন অদ্ভুত সৌন্দর্য্য দেখিয়া তুমি বিগোলগাত্রী হইবে, ঐ সময় আমি চক্ষের জলে নিমজ্জিতাঙ্গী হইয়া স্বীয় প্রাণার্ব্বুদের সহিত কর্পূরবাতিবিশিষ্ট দীপ দ্বারা তোমাকে নির্ম্মঞ্ছিত করিব ।। ৩৪ ।।

গোষ্ঠেশ্বরী-প্রহিতয়া সহ কুন্দবল্ল্যা
প্রাভাতিক-প্রিয়তমাশন-সাধনায়।
যান্তীং সমং প্রিয়সখীভিরনুপ্রয়াণি
তাম্বূল-সম্পুট-মণিব্যজনাদি-পাণিঃ।।৩৫।।

গোষ্ঠেশ্বরী যশোদা প্রেরিত কুন্দলতার সহিত প্রিয়তম কৃষ্ণের প্রাতঃকালীম অশনসাধনের জন্য, তুমি প্রিয়সখীগণের সহিত নন্দালয়ে যাইবে সেই সময় আমি তাম্বূল সম্পুট ও মণি-ব্যজনাদি হস্তে লইয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে থাকিব।।৩৫।।

গোষ্ঠেশ্বরী-সদনমেত্য পদে প্রণম্য
তস্যাস্তদাপ্তভবিকাং ত্রপয়াবৃতাঙ্গীং।
ঘ্রাতাং তয়া শিরসি তন্নয়নাম্বুসিক্তাং
ত্বাং বীক্ষ্য তামপি মুদা প্রণমামি ভক্ত্যা।।৩৬।।

গোষ্ঠেশ্বরী যশোদার সদনে তুমি উপস্থিত হইলে তাঁহার চরণে তুমি প্রণাম করিয়া তৎকালিক উদিতলজ্জাবৃতাঙ্গী হইবে। গোষ্ঠেশ্বরী তোমার মস্তক ঘ্রাণ লইয়া আশীর্বাদ করিবেন এবং তোমাকে নয়নাশ্রু দ্বারা সিক্ত করিবেন। তাহা দেখিয়া আমি সেই গোষ্ঠেশ্বরীকে পরমানন্দে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিব।।৩৬।।

মূর্ত্তং তপোঽসি বৃষভানুকুলস্য ভাগ্যং
গেহস্য মেঽসি তনয়স্য চ মে বরাঙ্গি।
নৈরুজ্যদাস্যমৃত-পাণিরভূর্বরেণ
দুর্ব্বাসসো যদিতি তদ্বচসা হসানি।।৩৭।।

যশোদা বলিবেন হে রাধে! তুমি বৃষভানু কুলের মূর্ত্তিমতী তপস্যা স্বরূপ

এবং আমার গৃহের ও আমার তনয়ের সৌভাগ্য স্বরূপ। হে বরাঙ্গি! তুমি দুর্ব্বাসার বরে অমৃতহস্তা ও কৃষ্ণনৈরুজ্যদাত্রী হইয়াছ। মা যশোদার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি হাঁসিতে থাকিব।।৩৭।।

স্নাতানুলিপ্ত-বপুষো দয়ি তস্য তাবৎ
তাৎকালিকে মধুরিমণ্যতিলোলিতাক্ষীং।
স্বামিন্যবেত্য ভবতীং ক্বচনপ্রদেশে
তত্রৈব কেন চ মিষেণ সমানয়ানি।।৩৮।।

হে স্বামিনি! কৃষ্ণ তখন স্নাত ও অনুলিপ্ত হইয়া তাৎসাময়িক মধুরিমাতে প্রকাশ পাইবে। সেই সময় তুমি তাঁহার প্রতি অতিলোলাক্ষী হইবে। সেই সময় আমি নন্দালয়ের কোন নিভৃত প্রদেশে কোন ছলে তোমাক আনয়ন করিব।।৩৮।।

প্রক্ষালয়ানি চরণৌ ভবদঙ্গতঃ স্রঙ্
মাল্যাদি পাকরচনানুপযোগি যত্তৎ।
উত্তারয়ানি তদিদং তু তবাস্ত্বিতি ত্বদ্
বাচোল্লসামি বিকসন্মধুমাধবীব।।৩৯।।

তোমার চরণদুখানি প্রক্ষালন করিয়া তোমার অঙ্গ হইতে পাকরচনার অনুপযোগী হারমাল্যাদি উত্তারণ করিব। তুমি সেই সময় বলিবে যে হে কিঙ্করী! এই হারমাল্যাদি তুমি গ্রহণ কর। ইহা শ্রবণে বসন্তের বিকশিতা মাধবী পুষ্পের ন্যায় আমার চিত্ত তাহাতে উল্লাসিত হইবে।।৩৯।।

পক্ত্বা স্থিতাং মধুরপায়সশাকসূপ-
ভাজী প্রভৃত্যমৃতনিন্দিচতুর্ব্বিধান্নং।

ত্বাং লোকয়ানি ন ন নেতি মুহুর্বদন্তীং
গোষ্ঠেশয়াপি পরিবেশয়িতুং নিদিষ্টাম্ ।।৪০ ।।

পাকান্তে মধুর পায়স শাক সুপ ভাজী প্রভৃতি অমৃতনিন্দি চতুর্ব্বিধ অন্নাদি গোষ্ঠেশ্বরী তোমাকে পরিবেশনের জন্য আদেশ করিবেন, সেই সময় তুমি পুনঃ পুনঃ না না বলিবে, তখন আমি তোমাকে পুলকিত নয়নে দেখিতে থাকিব ।।৪০ ।।

তৃপ্ত্যুথিতাং প্রিয়তমাঙ্গরুচিং ধয়ন্ত্যা
বাতায়নার্পিতদৃশঃ সহসোল্লসন্ত্যাঃ ।
আনন্দজদ্যুতিতরঙ্গভরে মনোজ-
মঞ্জূকৃতে তব মনো মম মজ্জয়ানি ।।৪১ ।।

ভোজনতৃপ্ত প্রিয়তমের অঙ্গ রুচিপানকারিণী তুমি যখন বাতায়নে নয়ন অর্পণ করিয়া সহসা উল্লসিত হইবে সেই সময়ে তোমার কন্দর্পভাবভূষিত এবং আনন্দজনিত লাবণ্য কান্তি তরঙ্গে আমি আমার চিত্তকে নিমজ্জিত করিব ।।৪১ ।।

রাধে তবৈব গৃহমেতদহঞ্চ জাতে
সূনোঃ শুভে কিমপরাং ভবতীমবৈমি ।
তদ্ভুঙ্ক্ষ সম্মুখমিতি ব্রজপাগিরা ত্বদ্-
বক্ত্রং স্মিতং স্বহৃদয়ং রসয়ানি নিত্যম্ ।।৪২ ।।

যশোদা বলিবেন হে রাধে ! এই গৃহ এবং আমি তোমারই, যেহেতু আমার পুত্রের মঙ্গল তোমা হইতে হইতেছে, অধিক কি আর বলিব ? তুমি আমার সম্মুখে ভোজন কর। এই কথা শুনিয়া তোমার শ্রীমুখে মন্দ হাস্য উদয় হইবে আমি তাহা প্রতিনিয়তই আস্বাদন করিব ।।৪২ ।।

পূর্ব্বাহ্নলীলা।

যান্তং বনায় সখিভিঃ সমমাত্মকান্তং
পিত্রাদিভিঃ সরুদিতৈরনুগম্যমানং।
বীক্ষ্যাপ্ত-গৌরবগৃহাং দিননাথপূজা-
ব্যাজেন লব্ধগহনাং ভবতীং ভজামি।।৪৩।।

তোমার হৃদয়কান্ত,সখাদিগের সহিত বনে গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পিত্রাদি রোদন করিতে করিতে অনুগমন করিবেন। তাহা দেখিতে দেখিতে তুমি নিজ গুরুগৃহে আগমন করিয়া পশ্চাতে সূর্য্যপূজাচ্ছলে বনে গমন করিলে আমি তোমার ভজন করিব অর্থাৎ সঙ্গে যাইব।।৪৩।।

মধ্যাহ্ন লীলা।

কান্তং বিলোক্য কুসুমাবচয়ে প্রবৃত্তা-
মাদায় পত্রপুটিকামনুযাম্যহং ত্বাং।
কা তস্করীয়মিতি তদ্বচসা ন কাপী
ত্যুক্ত্যা তদর্পিতদৃশং ভবতীং স্মরামি।।৪৪।।

বনে গমন করিয়া যখন কান্তকে দেখিয়া তুমি পুষ্পচয়ন করিতে প্রবৃত্তা হইবে তখন আমি পত্র নির্ম্মিত পুষ্পাধার (পুষ্প রাখার পাত্র ডাঁলি) লইয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব। শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিবে এ চৌর কে ? তখন "কেহ নয়" এতাদৃশ বলিয়া তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি অর্পণ করিবে সেই দৃষ্টি অর্পনকারিণী তোমাকে আমি স্মরণ করি।।৪৪।।

পুষ্পাণি দর্শয় কিয়ন্তি হৃতানি চৌরী-
ত্যুক্তৌ চ পুষ্পপুটিকামপি গোপয়ানি।
তদ্বীক্ষ্য হন্ত মম কক্ষতলে ক্ষিপন্তং
পাণিং বলাত্তমভিমৃশ্য ভবানি দূনা।।৪৫।।

কৃষ্ণ কহিবেন হে চৌরি ! দেখাও তো দেখি কতকগুলি ফুল তুমি চুরি করিয়াছ , তখন আমি পুষ্পধার (ডাঁলি) গোপন করিব । তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ আমার কক্ষতলে বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করিবেন , তাহাতে আমি দুঃখিতা হইব ।।৪৫।।

রক্ষাদ্য দেবি কৃপয়া নিজদাসিকাং মা-
মিত্যুচ্চ-কাতরগিরা শরণং ব্রজামি ।
কিং ধূর্ত্ত দুঃখয়সি মজ্জনমিত্যমুষ্য
বাহুং করেণ তুদতীং ভবতীং শ্রয়ামি ।।৪৬।।

আমি বলিব “ হে দেবি ! আজি এই নিজদাসীকে কৃপা করিয়া রক্ষা কর।” আমি এইরূপ উচ্চ কাতর বাক্যে তোমার নিকটে শরণ বা আশ্রয় প্রার্থনা করিব । তখন তুমি শ্রীকৃষ্ণকে বলিবে “ হে ধূর্ত ! আমার নিজজনকে কেন দুঃখ দিতেছ ? ” এতাদৃশ বলিয়া তুমি নিজ হস্তদ্বারা কৃষ্ণের হস্ত ছাড়াইতে থাকিবে ,আমি সেই ভাবযুক্ত তোমার আশ্রয় লইব ।।৪৬।।

ত্যক্ত্বৈব মাং ভবদুরঃ কবচং বিখণ্ড্য
প্রাপ্তাং স্রজং তব গলাৎ স্বগলে নিধায় ।
পুষ্পাণি চৌরি মম কিং তব কণ্ঠহেতো -
স্ত্বৎকণ্ঠমেব রভসং পরিপীড়য়ামি ।।৪৭।।

সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার বক্ষস্থলের কবচ বিখণ্ডিত করিয়া তোমার গলদেশ হইতে পুষ্পমালা লইয়া স্বীয় গলদেশে ধারন করিবেন আর বলিবেন , “হে চৌরি ! আমার এই পুষ্প সমূহ কি তোমার কণ্ঠের জন্য হইয়াছে ? অতএব আমি তোমার কণ্ঠদেশ বলপূর্বক অতিশয় পীড়ন করিব ।।৪৭।।

রাজাস্তি কন্দরতলে চল তত্র ধূর্ত্তে
তস্যাজ্ঞয়ৈব সহসৈব বিবস্ত্রয়িষ্যে।
ত্বাং বীক্ষ্য হৃষ্যতি স বৈ নিজদিব্যমুক্তা -
মালাং প্রদাস্যতি ললাটতটে মদীয়ে।।৪৮ ।।

হে ধূর্ত্তে ! ঐ কন্দরতলে এক রাজা আছেন তথায় চল। তাঁহায় আজ্ঞায় আমি সহসা তোমাকে বিবস্ত্র করিব, তোমাকে দেখিয়া তিনি নিশ্চই সন্তুষ্ট হইবে এবং নিজ দিব্য মুক্তামালা আমার ললাটে প্রদান করিবেন।।৪৮ ।।

দোষো ন তে ব্রজপতেস্তনয়োঽপি তস্য
দুষ্টস্য যন্নরপতেঃ খলু সেবকোভূঃ।
ত্বদ্বুদ্ধিরীদৃগভবন্মম চাত্র সাধবী
ভালে কিমেতদভবল্লিখিতং বিধাত্রা।।৪৯ ।।

তখন তুমি বলিবে "হে ব্রজপতিতনয় ! তোমার কোন প্রকার দোষ নাই কেন না তুমি দুষ্ট কন্দর্প নরপতির সেবক হইয়াছ, সেহেতু সঙ্গ প্রভাবে তোমার এরূপ বিরুদ্ধ বুদ্ধি হইয়াছে পরন্তু এই সাধ্বীর অর্থাৎ আমার ললাটে বিধাতা কর্ত্তৃক কি ইহাই লিখিত হইয়াছে ? " ।।৪৯ ।।

ইত্যাদি বাঙ্ময় সুধামহহ শ্রুতিভ্যাং
প্রেম্না পিবান্যুদরপূরমথেক্ষণাভ্যাং।
রূপামৃতং তব সকান্ততয়া বিলাস -
সীধুঞ্চ দেবি বিতরাম্যথমাদয়নি।।৫০ ।।

হে দেবি ! এই প্রকারে তোমাদিগের বাঙ্ময় সুধা আমি কর্ণযুগল দ্বারা এবং রূপামৃত চক্ষযুগল দ্বারা উদর পূর্ণ অব্দি পান করিব। তাঁহার পরবর্ত্তীতে আমি তোমাদিগের বিলসামৃত সখিমণ্ডলে বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে আমোদিত করিব।।৫০।

প্রেষ্ঠে সরস্যভিনবৈঃ কুসুমৈর্বিচিত্রাং
হিন্দোলিকাং প্রিয়তমেন সহাধিরূঢ়াং ।
ত্বাং দোলয়ান্যথ কিরামি পরাগরাজী-
র্গায়ানি চারুমহতীমপি বাদয়ানি ।।৫১ ।।

তোমার প্রিয় সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ডে অভিনবপুষ্পসমূহ কর্ত্তৃক বিচিত্র হিন্দোলীকায় (দোলনা বিশেষ) প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুমি আরোহণ করিলে আমি তোমাকে দোলাইব , পরাগরাশি ছড়াইব , সুন্দর গীত গান করিব এবং বীণাবাদন করিব ।।৫১ ।।

বৃন্দাবনে সুর-মহীরুহযোগপীঠে
সিংহাসনে স্বরমণেন বিরাজমানাং ।
পাদ্যার্ঘ্যধূপ-বিধুদীপ-চতুর্ব্বিধান্ন-
স্রগ্‌ভূষণাদিভিরহং পরিপূজয়ানি ।।৫২ ।।

শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষমূলে স্থিত যোগপীঠোপরি সিংহাসনে নিজকান্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুমি বিরাজমানা হইলে, আমি পাদ্য,অর্ঘ্য,কর্পূর দীপ, চতুর্ব্বিধ অন্ন, পুষ্পমালা ও নানাধিধ ভূষণাদির সহিত তোমাদিগকে পূজা অর্চ্চনা করিব ।।৫২ ।।

গোবর্দ্ধনে মধুবনেষু মধূৎসবেন
বিদ্রাবিতাত্রপসখীশতবাহিনীকাং ।
পিষ্টাতযুদ্ধমনুকান্তজয়ায় যান্তীং
ত্বাং গ্রাহয়াণি নবজাতুষকূপকালীঃ ।।৫৩ ।।

তুমি গোবর্দ্ধনে মধুবনে (বসন্তযুক্ত বনে) মধূৎসবে (হোলিকোৎসবে)

বিগতলজ্জ ও শত শত সখী বাহিনী যুক্ত হইয়া কান্তজয়ের আশয়ে আবির গোলাল তথা পিচকারি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমি তখন তোমাকে নবীন কুম্কুমের কুপিকা সমূহ যোগাইব ।।৫৩।।

অগ্রেস্থিতোস্মি তব নিশ্চলবক্ষ এব
উদ্‌ঘাট্য কন্দুকচয়ং ক্ষিপচেদ্বলিষ্ঠা।
উদ্‌ঘাট্য কঞ্চুকমুরঃ কিল দর্শয়ন্তী
ত্বং চাপি তিষ্ঠ যদি তে হৃদি বীরতাস্তি।।৫৪।।

তখন শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে বলিবেন যে, আমি তোমার অগ্রে বক্ষ উদঘাটন করিয়া নিশ্চল হইয়া দাড়াইলাম, যদি তুমি বলবতী হইয়া থাক তবে কন্দুকচয় উদঘাটন করিয়া আমার বক্ষে ক্ষেপণ কর এবং যদি তোমার হৃদয়ে যৎকিঞ্চিৎ বীরতা থাকিয়া থাকে তবে স্বীয় কাঁচলী উন্মুক্ত বক্ষ প্রদর্শন করিয়া আমার অগ্রে অবস্থিতি কর।।৫৪।।

যৎ কথ্যতে তদয়মেব তব স্বভাবো
যং পূর্ব্বজন্মনি ভবানজিতঃ কিলাসীৎ।
মিথ্যৈব তদঘদিহ ভোঃ কতিশোজিতোভূঃ
মৎকিঙ্করীভিরপি তদ্বিগতত্রপোসি।।৫৫।।

এ হেন বাক্য শ্রবণ করিয়া তুমি বলিবে হে কৃষ্ণ ! তুমি যে আত্ম বীরতার অহঙ্কার বাক্য প্রয়োগ করিতেছ তাহা কেবল তোমার স্বভাব মাত্র। আমি পৌর্ণমাসীমুখে পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে তুমি পূর্ব্বজন্মে অজিত নামে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলে ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা । যেহেতু আমার কিঙ্করীগণ তোমাকে কতবার না জানি পরাজিত করিয়াছে তথাপি তুমি এখনও নির্লজ্জ হইয়া এরূপ গর্ব্ব করিতেছ।।৫৫।।

ইত্যেবমুৎপুলকিনী কলয়ানি বাচং
শিঞ্জানকঙ্কণরণৎকৃতদুন্দুভীকং ।
যুদ্ধং মুখামুখি রদারদি চারুবাহা-
বাহব্য মন্দনখরানখরি স্তবানি ।।৫৬ ।।

এই সময় আমি উৎপুলকিত হইয়া তোমাদের এইরূপ কথা শ্রবণ করিব এবং নুপুর কিঙ্কিণী ও কঙ্কণঝণৎকার রূপ দুন্দুভিবাদ্যের সহিত তোমাদিগের মুখামুখি, রদারদি, হস্তাহস্তি ও নখরা-নখরি যুদ্ধ হইবে , সেই যুদ্ধকে আমি স্তব করিব ।।৫৬ ।।

কস্যাঞ্চিদদ্রিনৃপ-দীব্যদুপত্যকায়াং
সপ্রেয়সি ত্বয়ি সখীশতবেষ্টিতায়াং ।
বিশ্রান্তিভাজি বনদেবতয়োপনীতা -
নীষ্টানি সীধুচষকানি পুরো দধানি ।।৫৭ ।।

গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের উজ্জ্বল কোন উপত্যকায় তোমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত শত শত সখী বেষ্টিত হইয়া যখন তুমি বিশ্রাম করিবে সেই সময় বনদেবী কর্ত্তৃক আনীত ইষ্ট অমৃত ও মধুপানপাত্রসকল তোমার অগ্রে স্থাপন করিব ।।৫৮ ।।

হা কিং কি কিং ধধরণী ঘু ঘু ঘূর্ণতীয়ং
ধা ধা ধ ধাবতি ভয়াদ্বিবিবৃক্ষপুঞ্জঃ ॥
ভী ভী ভি ভীরুরহমত্র কথং জিজীবা-
ম্যেবং লগিষ্যসি যদা দয়িতস্য কণ্ঠে ।।৫৮ ।।

সেই সময় তুমি মধুপান করিয়া বলিবে যে হায় ! এই ধ ধ ধরণী কি কি কি ঘু ঘু ঘুরিতেছে ? বি বি বৃক্ষপুঞ্জ সকল কি ভয়ে ধা ধা ধাবিত হইতেছে ?

আমি বড়ই ভী ভী ভী ভীত হইতেছি , এখন আমি কিরূপে বাঁচিব এই বলিয়া প্রিয়তমের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিবেন ।।৫৮ ।।

ত্বৎ স্বামিনী প্রলপতীয়মিমাং গদেন
হীনাং করোমি কলয়া তদিতঃ প্রযাহি ।
ইত্যুক্তিসীধুরসতর্পিতহৃত্তদৈব
নিষ্ক্রম্য জালবিততৌ নিদধানি নেত্রে ।।৫৯ ।।

তখন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বলিবে, যে তোমার স্বামিনী মধুমত্তা হইয়া প্রলাপ করিতেছেন ,কিন্তু ইহাকে কলাবিলাস দ্বারা রোগহীন করিব । তুমি এস্থান হইতে গমন না করিলে ভাল হয় । এই উক্ত কথামৃতরসের দ্বারা তৃপ্ত হৃদয়ে আমি নির্গতা হইয়া লতাজালে দুই নেত্র অর্পণ করিব ।।৫৯ ।।

ঘ্রাণাক্ষি কর্ণবদনে জলসেকনীত্যা
কৃষ্ণস্ত্বয়া জিত ইতঃ সহসা নিমজ্য ।
গ্রাহো ভবন্ সখলু যৎ কুরুতেস্ম তত্তু
জানাম্যহং তব মুখাম্বুজমেব বীক্ষ্য ।।৬০ ।।

পরবর্তীতে জলবিহারকালে নাসিকা,চক্ষু,কর্ণ ও বদনে জলসেচন দ্বারা তোমা কর্ত্তৃক পরাজিত কৃষ্ণ সহসা তথা হইতে জলে নিমগ্ন হইয়া গ্রহিরূপে (কুম্ভীর রূপে) যাহা যাহা করিবেন , আমি তোমার মুখাম্বুজ দেখিয়া তাহা তাহা আমি জানিতে পারিব ।।৬০ ।।

অভ্যঞ্জয়ানি সসখীদয়িতাং সহালি
স্ত্বাং স্নাপয়ানি বসনাভরণৈর্বিচিত্রং ।
শৃঙ্গারয়াণি মণিমন্দিরপুষ্পতল্পে
সংভোজয়ানি করকাদ্যথ শাপয়ানি ।।৬১ ।।

কান্তগণ ও সখীদিগের সহিত আমি তোমাকে তৈল মর্দন করিব ও স্নান করাইব । বিচিত্র বসন আভরণ কর্ত্তৃক আমি তোমাকে ভূষিত করিব । দাড়িম্ব (ডালিম) প্রভৃতি ফলাদি ভোজন করাইয়া মণিমন্দিরের মধ্যে পুষ্প শয্যায় শয়ন করাইব ।। ৬১ ।।

বানীরকুঞ্জ ইহ তিষ্ঠতি কৃষ্ণ দেবী
নিহ্নুত্য মৃগ্যসি কথং তদিতঃ পরত্র ।
সত্যামিমাং মম গিরং তমবিশ্বসন্তং
যান্তং প্রদর্শ্য ভবতীমতিহর্ষয়াণি ।। ৬২ ।।

তুমি শয়ন হইতে উঠিয়া কৌতুকবশঃ বানীরকুঞ্জে লুকাইলে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া অন্বেষণ করিলে আমি বলিব “হে কৃষ্ণ ! দেবী বানীর কুঞ্জে লুকায়িত আছেন,অতএব তাঁহাকে অন্যত্র কেন অন্বেষণ করিতেছ? আমি এই সত্য কথা বলিলেও কৃষ্ণ তাহা বিশ্বাস না করিয়া অন্যত্র গমন করিবে। তাঁহা দেখাইয়া তোমাকে আমি হর্ষান্বিত করিব ।। ৬২ ।।

স্বামিন্যমুত্র হরিরস্তি কদম্বকুঞ্জে
নিহ্নুত্য মৃগ্যসি কথং তদিতঃ পরত্র ।
সত্যামিমাং মমগিরং খলু বিশ্বসন্ত্যাঃ
পাণৌ জয়ং তব নয়ানি তমাপ্লুবন্ত্যাঃ ।। ৬৩ ।।

তুমি শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিলে আমি কহিব “হে স্বামিনি ! শ্রীকৃষ্ণ এই কদম্বকুঞ্জে লুকাইয়া আছেন, তুমি এই স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র কেন অন্বেষণ করিতেছ ” আমি সত্য কথা বলিতেছি জানিয়া তুমি তাহা বিশ্বাস করিবে এবং কৃষ্ণকে প্রাপ্ত করিবে , তোমার হস্তে এই জয় আমি অনিয়া দিব অর্থাৎ খেলায় আপনার জয় হইবে ।। ৬৩ ।।

রাধে জিতা চ জয়িনী চ পণং ন দাতু-
মাদাতুমপ্যহহ চুম্বনমীশিষে ত্বং ।
নাশ্লেষচুম্বমধুরাধরপানতোঽন্যৎ
দ্যূতেগ্রহং রসবিদঃ প্রবরং বদন্তি ।। ৬৪ ।।

হে রাধে ! পাশাখেলায় মুখচুম্বন পণ থাকুক । আমি পরাজিত হইলে জয়ী আমাকে ঐ পণ দিবে, আর তুমি জয়িনী হইলে আমার নিকট ঐ পণ গ্রহণ করিবে, ইহাতে তুমি অসম্মত কেন হইতেছ ? দেখ রাধে রসবিৎ পণ্ডিতগণ, দূতক্রীড়ায় আলিঙ্গন, চুম্বন ও মধুরাধর পান অপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠপণ আর নাই বলিয়া থাকেন ।। ৬৪ ।।

গোবর্দ্ধনে হি মম কাপি সখী পুলিন্দ-
কন্যাস্তি ভৃঙ্গ্যতিতরাং নিপুণেদৃশেঽর্থে ।
মদ্ গ্রাহ্যদেয়পণবস্তুনি মন্নিযুক্তা
সা তে গ্রহীষ্যতি চ দাস্যতি চোপগূহং ।। ৬৫ ।।

শ্রীকৃষ্ণ ইহা কহিলে আপনি প্রত্যুত্তরে কহিবেন এই গোবর্দ্ধনে আমার ভৃঙ্গী নাম্নী একটী পুলিন্দ কন্যা সখী আছে , তিনি এই বিষয়ে নিপুণ আর এইরূপ বিষয় অন্বেষণ করিয়া থাকে । সে আমার পক্ষে নিযুক্ত হইয়া আপনার নিকট হইতে গ্রাহ ও দেয় পণ তথা আলিঙ্গন , চুম্বনাদি গ্রহন এবং প্রদান করিবে ।। ৬৫ ।।

উক্তেত্থমাত্মদয়িতং প্রতিবক্ষ্যসে মাং
যাহীত্যথোৎপুলকিনী দ্রুতপাদপাতা ।
তামানয়ান্যুপমুকুন্দমথাসয়ানি
তং লজ্জয়ানি সুমুখীরতিহাসয়ানি ।। ৬৬ ।।

তুমি নিজ কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে ইহা বলিয়া সেই পুলিন্দ কন্যাকে আনিতে আমাকে আজ্ঞা দিবে , তখন আমি ততক্ষণাৎ উৎপুলকিনী হইয়া দ্রুতপাদে গিয়া তাঁহাকে আনিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে বসাইয়া তাহাকে লজ্জা দিব এবং সুমুখী সখীদিগসকলকে হাসাইব ।।৬৬ ।।

স্বীয়া কিল ব্রজপুরে মুরলী তবৈকা
প্রাভূন্নতমপি ভবানবিতুং স্বভার্য্যাং ।
সা লম্পটাপি ভবতোঽধরসীধুসিক্তা-
প্যন্যং পুমাংসমিহ মৃগ্যতি চিত্রমেতৎ ।। ৬৭ ।।

(ভৃঙ্গী কে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চুম্বনাদি পণ ত্যাগ করিয়া মুরলী পন করিবেন এবং পরবর্তীতে নিজের মুরলী না প্রাপ্ত হওয়ায় বিষাদে মগ্ন হইবেন) তাহা দেখিয়া পরিহাস করিয়া সখীগণ বলিবেন হে কৃষ্ণ ! এই ব্রজপুরে মুরলী একমাত্রই তোমার স্বকীয় পত্নী ছিল , হায় ! হায় ! তুমি স্বভার্য্যা রক্ষণেও অক্ষম এবং সেই লম্পটা ভার্য্যা তোমার অধরামৃতসিক্ত হইয়াও অন্যপুরুষকে অন্বেষণ করে, ইহা অতিব আশ্চার্য্যের বিষয় ।।৬৭ ।।

বংশীং সতীং গুণবতীং সুভগাং দ্বিষন্ত্যো
ঽসাধ্ব্যো ভবত্য ইহ তৎ সমতামলব্ধ্বা ।
তাং ক্বাপি বন্ধমনয়ংস্তদহং ভুজাভ্যাং
বদ্ধ্বৈব বঃ শিখরিগহ্বরগাঃ করোমি ।। ৬৮ ।।

তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিবেন আমার বংশী, সতী, গুণবতী ও সৌভাগ্যবতী। তোমরা অসাধ্বী,তাঁহার সমতা না পাইয়া দ্বেষ করিতেছ , তাহাকে তোমাদের মধ্যে কেহ কোনখানে আবদ্ধ করিয়াছ , সেজন্য আমিও তোমাদিগকে দুই ভুজের মধ্যে গিরিকরস্থলে বদ্ধ করিব ।। ৬৮ ।।

ইত্যাগতং হরিমবেক্ষ্য রহস্তদীয়ঃ
কক্ষাদহং মুরলিকাং সহসা গৃহীত্বা।
তাং গোপয়ানি তদলক্ষিতমেবচিত্র
পুষ্পেষুসঙ্গররসাং কলয়ানি চ ত্বাং।।৬৯।।

এই রূপে শ্রীহরিকে আসিতে দেখিয়া আমি গোপনে তোমার কক্ষদেশ হইতে মুরলী সহসা গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের অলক্ষিতে গোপন করিব এবং তুমি কন্দর্প যুদ্ধে উল্লাসিত হইলে আমি তোমার দর্শন করিব।।৬৯।।

ব্রহ্মন্নিমামনুগৃহাণ ভবন্তমেব
ভাস্বন্তমর্চ্চয়িতুমিচ্ছতি মে স্নুষেয়ং।
ইত্যার্য্যয়া প্রণমিতাং ধৃতবিপ্রবেশে
কৃষ্ণেঽর্পিতাঞ্চ ভবতীং স্মিতভাগ্ভজানি।।৭০।।

সূর্যমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হইলে জটিলা তাহাকে কহিবেন হে ব্রাহ্মণ! আমার এই পুত্রবধুকে আপনি অনুগ্রহ করুন। ইনি সূর্য্য রূপী আপনাকে সূর্যপূজার পুরোহিত করিতে অভিলাষিণী হইয়াছেন, এই বলিয়া তিনি তোমাকে বিপ্রবেশ ধারণকারী শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করাইবেন এবং তোমাকে শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিবেন, তাহা দেখিয়া তুমি মৃদু মৃদু হাস্য করিবে আর আমি তোমার ভজনা করিব।।৭০।।

অপরাহ্নলীলা।

যান্তীং গৃহং স্বগুরুনিঘ্নতয়াতিলৌল্যাৎ
কান্তাবলোকনকৃতে মিষমামৃশন্তীং।
দূরেঽনুয়ানি যদতোঽনুবিবর্ত্তিতাস্যা
মেহীতি বক্ষ্যসি তদাস্যরুচো ধয়ন্তীং।।৭১।।

তুমি গুরুজনের নিগ্রহ ভয়ে অতিব্যতিব্যস্ত হইয়া গৃহে যাইতে থাকিবে এবং প্রিয়কান্তকে দেখিবার জন্য ছল অন্বেষণ করিতে থাকিবে। আমিও একটু দূরে দূরে থাকিয়া তোমার পশ্চাতে গমন করিব , তখন তুমি প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মুখকান্তি শোভা দর্শন করিতে করিতে আমাকে ওহে কিঙ্করি ! চলিয়া আইস বলিয়া ডাকিতে থাকিবে।।৭১।।

গেহাগতাং বিরহিণীং নবপুষ্পতল্পে
ত্বাং শায়য়ানি পরতঃ কিলমুর্ম্মুরাভাৎ।
তস্মাৎ পরত্র শয়নং বিসপুঞ্জক্লৃপ্ত-
মধ্যাসয়ানি বিধুচন্দন-পঙ্কলিপ্তাং।।৭২।।

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী হইয়া তুমি অপরাহ্নে গৃহে পৌঁছিলে আমি তোমাকে তুষানলতুল্য নবপুষ্প শয্যায় শয়ন করাইব। পরবর্তীতে সেই শয্যা হইতে মৃণালপুঞ্জ বিরচিত কর্পূরচন্দনাদি লিপ্ত কমল শয্যায় তোমাকে শয়ন করাইব।।৭৩।।

আকর্ণ্য চন্দনকলা কথিতং ব্রজেশা-
সন্দেশমুৎসুকমতেঃ সহসা সহাল্যাঃ।
সায়ন্তনাশনকৃতে দয়িতস্য নব্য-
কর্পূরকেলিবটকাদি বিনির্ম্মিতৌ তে।।৭৩।।
লিম্পামি চুল্লিমথ তত্র কটাহমচ্ছ-
মারোহয়াণি দহনং রচয়ানি দীপ্তং।
নীরাজ্যখণ্ড-কদলী-মরিচেন্দুসীরি-
গোধূম-চূর্ণ মুখ-বস্তু সমানয়ানি।।৭৪।।

চন্দনকলা কথিত ব্রজেশ্বরীর (যশোদার) আদেশ শ্রবণ করিয়া সখীদিগের

সহিত তুমি সমুৎসুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সায়ংকালীন ভোজনের জন্য নব্যকর্পূরকেলি প্রভৃতি লড্ডুকাদি সকল প্রস্তুতকরণে সহসা অতিব্যস্ত হইলে , আমি তোমার চুল্লি লেপন করিব এবং তাহার উপর নির্ম্মল কটাহ রাখিয়া দীপ্ত অগ্নি জালিয়া দিব। জল, ঘৃতখণ্ড, কদলী, মরিচ, কর্পূর, সীরি অর্থাৎ নারিকেল, শস্য ও গোধূমচূর্ণ প্রভৃতি বস্তু তোমার নিকট আনয়ন করিব।।৭৩,৭৪।।

অত্যদ্ভুতং মলয়জদ্রবসেচনেন
বৃদ্ধিং জগাম যদিদং বিরহানলৌজঃ।
কর্পূরকেলিবটকাবলিসাধনাগ্নি-
জ্বালৈব শান্তিমনয়ত্তদিতি ব্রবীমি।।৭৫।।

আমি তোমাকে পরিহাস করিয়া এইরূপে বলিব যে, মলয়জচন্দন দ্রবসকল সেচনের দ্বারা যে বিরহানল অত্যাধিক প্রবল হইয়াছিল, তাহা কর্পূরকেলি প্রভৃতি লড্ডুকাবলি নির্ম্মাণের জন্য যে অগ্নি জ্বালা উঠিল তাহাতে বিরহানল শান্ত হইয়া গেল ইহা বড়ই অদ্ভুত।।৭৫।।

ধূলির্গবাং দিশমরুন্ধহরেঃ সহম্বা-
রাবোত্থ্যদন্তমতুলং মধুপায়য়ানি।
তৎপানসম্মদ-নিরস্তসমস্তকৃত্যাং
ত্বামুত্থিতাং সহগণামভিসারয়াণি।।৭৬।।

শ্রীকৃষ্ণের গোসমূহ হম্বা হম্বা রব করিতে করিতে দশদিকে ধূলাবৃত করিয়া আসিতেছে এই মধুতুল্য সংবাদ আমি তোমাকে পান করাইব। সেই মধুপান করিয়া তুমি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সগণে উন্মত্ত হইয়া উঠিলে , তোমাকে আমি অভিসার করাইব।।৭৬।।

তৎকৃষ্ণবর্ত্মনিকটস্থলমানয়ানি
নির্ব্বাপয়াণি বিরহানলমুন্নতং তে।
আয়ত এষ ইতি বল্লিনিগূঢ়গাত্রী-
মাকৃষ্য মহ্যমহহেশ্বরি কোপয়নি।।৭৭।।

শ্রীকৃষ্ণের পথ নিকট স্থলে তোমাকে আমি আনয়ন করিব এবং তোমার উন্নত বিরহানল নির্ব্বাপিত করিব। তোমার কান্ত শ্রীকৃষ্ণ আসিলে তুমি লতার আড়ালে লুকাইবে তখন আমি তোমাকে টানিয়া আনিব, হে ঈশ্বরী! তখন তুমি আমার প্রতি কোপ প্রকাশ করিবে।।৭৭।।

শ্রীকৃষ্ণদৃভমধুলিহা ভবদাস্যপদ্ম-
মাঘ্রাপয়াণ্যতিতৃষন্তবদ্দৃক্চকোরীং।
তদ্বক্ত্রচন্দ্রবিকসৎ-স্মিতধারয়ৈব
সংজীবয়ানি মধুরিম্নি নিমজ্জয়ানি।।৭৮।।

শ্রীকৃষ্ণের নয়ন ভ্রমরকে তোমার মুখপদ্ম আঘ্রাণ করাইব। শ্রীকৃষ্ণ মুখচন্দ্রের বিমলমন্দহাস্য সুধাধারায় তোমার অতি তৃষ্ণার্ত্ত নেত্রচকোরকে সম্যকরূপে সঞ্জীবিত করিব এবং কান্তের মাধূর্য্যে নিমগ্ন করিব।।৭৮।।

সায়ংলীলা

বৈবশ্যমস্য তব চাদ্ভুতমীক্ষয়াণি
ত্বামানয়ানি সদনং ললিতানিদেশাৎ।
কর্পূরকেল্যমৃতকেলিততিপ্রদাতুং
গোষ্ঠেশ্বরীমনুসরাণি সমং সখীভিঃ।।৭৯।।

শ্রীকৃষ্ণের ও তোমার অত্যাদ্ভুত বিবশতা আমি দর্শন করিব। শ্রীললিতাদেবীর নির্দ্দেশে আমি তোমাকে গৃহে আনয়ন করিব এবং

কর্পূরকেলি অমৃতকেলি বটক সকল প্রদান করিবার জন্য সখীদিগের সহিত গোষ্ঠেশ্বরীর নিকট গমন করিব ।।৭৯ ।।

গত্বা প্রণম্য তব শং কথয়ানি দেবি
পৃষ্টা তয়াথ বটকাবলিমর্পয়িত্বা ।
তাং হর্ষয়াণি ভবদদ্ভুতসদ্‌গুণালী-
স্তৎ কীর্ত্তিতাঃ স্ববয়সে শৃণ্বানি হৃষ্টা ।।৮০ ।।

হে দেবি ! তথায় গিয়া যশোদাকে প্রণাম করিয়া বটকাবলি (অর্থাৎ লড্ডুকাবলি) অর্পণ করিয়া যশোদার হর্ষোৎপাদন করিব এবং তোমার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে , তুমি যে কুশলে রহিয়াছ তাঁহা আমি তাহাকে জানাইব । তিনি তোমার অদ্ভুত সদগুণাবলি সমবয়স্কা গোপীদিগের নিকট কীর্ত্তন করিবেন তাহা আমি হৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্রবণ করিব ।।৮০ ।।

বীক্ষ্যাগতং তনয়মুন্নতসম্ভ্রমোর্ম্মি-
মগ্নাং স্তনাক্ষি-পয়সামভিষিচ্য পূরৈঃ ।
অভ্যঞ্জনাদিকৃতয়ে নিজদাসিকাস্তা
মাঞ্চাপি তাং নিদিশতীং মনসা স্তবানি ।।৮১ ।।

গোষ্ঠ হইতে নিজ তনয়কে আসিতে দেখিয়া যশোদা অত্যন্ত সম্ভ্রম তরঙ্গে নিমগ্ন হইয়া স্তনক্ষীর ও অক্ষি পয় কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করিবেন এবং অভ্যঞ্জনাদি করাইবার জন্য দাসীগণকে ও আমাকে আদেশ করিবেন । সেই যশোদাকে আমি মনে মনে স্তব করিব ।।৮১ ।।

স্নানানুলেপ-বসনাভরণৈর্ব্বিচিত্র-
শোভস্য মিত্রসহিতস্য তয়া জনন্যা ।

স্নেহেন সাধু বহুভোজিতপায়িতস্য
তস্যাবশেষিতমলক্ষিতমাদদানি ।।৮২ ।।

মিত্রসহ স্নাতানুলিপ্ত ও বিচিত্রবসনাভরণ দ্বারা পরিশোভিত এবং জননী কর্তৃক স্নেহের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ভোজিত ও পায়িত হইলে তাঁহার অবশেষান্ন অলক্ষিতভাবে আমি গ্রহণ করিব ।।৮২ ।।

তেনৈব কান্তবিরহজ্বরভেষজেন
তাৎকালিকেন তদুদন্তরসেন চাপি ।
আগত্য সাধু শিশিরী করবাণি শীঘ্রং
ত্বন্নেত্রকর্ণরসনাহৃদয়ানি দেবি ।।৮৩ ।।

হে দেবি ! তোমার কান্তবিরহজ্বরের ভেষজরূপ শ্রীকৃষ্ণের অবশেষ প্রসাদ ও তাঁহার স্নানভোজনাদি সংবাদ দ্বারা আমি তোমার নেত্র, কর্ণ রসনা এবং হৃদয় শীঘ্রই সুশীতল করিব ।।৮৩ ।।

স্নানায় পাবনতড়াগজলে নিমগ্নাং
তীর্থান্তরে তু নিজবন্ধুবৃতো জলস্থঃ ।
সংমজ্য তত্র জলমধ্যত এত্য স ত্বা-
মালিঙ্গ্য তত্র গত এব সমুত্থিতঃ স্যাৎ ।।৮৪ ।।

গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্নান করিবার নিমিত্তে পাবনসরোবরের কোন এক ঘাটের জলে তুমি নিমগ্ন হইবে । শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজ বন্ধুগণের সহিত অন্য ঘাটের জলে থাকিবে এবং শ্রীকৃষ্ণ জলে ডুব প্রদান করিয়া তোমার ঘাটে আসিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় নিজবন্ধুবৃত নিজ ঘাটে গিয়া পুনরায় উত্থিত হইবেন ।।৮৫ ।।

তন্নো বিদুর্নিকটগা অপি তে ননন্দৃ-
স্বশ্রাদয়ো ন কিল তস্য সহোদরাদ্যাঃ ।
জ্ঞাত্বাহমুৎপুলকিতৈব সহালিরেত-
চ্চাতুর্য্যমেত্য ললিতাং প্রতিবর্ণয়ানি ।।৮৫ ।।

সে কথা নিকটস্থ হইয়াও তোমার ননন্দা ও শ্বশ্রূ প্রভৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণের সহোদরাদি প্রভৃতি কেহ কিছুই জানিতে পারেন নাই জানিয়া আমি সানন্দে জ্ঞাতবতী হইয়া সহচরীদিগের সহিত শ্রীললিতাদেবীর নিকটে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেই চতুরতা তাঁহার নিকট বর্ণন করিব ।।৮৫ ।।

উদ্যানমধ্যবলভীমধিরুহ্য তত্র
বাতায়নার্পিতদৃশং ভবতীং বিধায় ।
সন্দর্শ্য তে প্রিয়তমং সুরভীর্দুহান-
মানন্দবারিধিমহোর্ম্মিষু মজ্জয়ানি ।।৮৬ ।।

তদনন্তর পুষ্পোদ্যানের বলভীতে (ছাদের উপরিস্থগৃহে) তোমাকে আরোহণ করাইব, সেখান হইতে তোমাকে বাতায়নে নয়ন অর্পিত করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে গোদোহন করিতে দেখাইয়া আনন্দসমুদ্রের মহা তরঙ্গে নিমগ্ন করাইব ।।৮৬ ।।

গত্বা মুকুন্দমথ ভোজিতশায়িতং তং
গোষ্ঠেশয়া তবদশাং নিভৃতং নিবেদ্য ।
সঙ্কেতকুঞ্জমধিগত্য পুনঃ সমেত্য
ত্বাং জ্ঞাপয়ান্যয়িত দুৎকলিকাকুলানি ।।৮৭ ।।

তাহার পরবর্তীতে গোষ্ঠেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন ও শয়ন করাইলে আমি নিভৃতে তাহার নিকটে গিয়া তোমার দশা নিবেদন করিব এবং সঙ্কেত

কুঞ্জ জ্ঞাত হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তোমার নিকট শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা সকল জ্ঞাপন করিব ।।৮৭।।

প্রদোষলীলা

ত্বাং শুক্লকৃষ্ণরজনীসরসাভিসার
যোগ্যৈর্বিচিত্রবসনাভরণৈর্বিভূষ্য ।
প্রাপয্য কল্পতরুকুঞ্জমনগসিন্ধৌ
কান্তেন তেন সহ তে কলয়ানি কেলীঃ ।।৮৮।।

তোমাকে জ্যোৎস্নান্ধকার রজনীর অভিসারযোগ্য বিচিত্র বসনাভরণ দ্বারা বিভূষিত করিয়া কল্পতরুকুঞ্জে লইয়া গিয়া তোমার কান্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত অনঙ্গসিন্ধুমধ্যে কেলি করাইব ।।৮৮।।

অথ প্রার্থনা

হে শ্রীতুলস্যুরুকৃপাদ্যুতরঙ্গিণী ত্বং
যন্মূর্দ্ধ্নি মে চরণপঙ্কজমাদধাঃ স্বং ।
যচ্চাহমপ্যপিবমম্বুমনাক্ ত্বদীয়ং
তন্মে মনস্যুদয়মেতি মনোরথোঽয়ম্ ।।৮৯।।

হে তুলসি ! হে মহাকরুণারূপাতরঙ্গিণি ! তুমি স্বীয় চরণকমল আমার মস্তকে ধারণ করিয়াছ , আমি তোমার সেই পাদপদ্মধৌত কিঞ্চিৎ জল পান করিয়াছি এবং তাহাতেই এই মনোরথ আমার চিত্তে উদিত হইতেছে ।।৮৯।।*

***হে তুলসী ! ইহা গ্রন্থকর্ত্তার নিজ মন্ত্রদাতা গুরুর সিদ্ধ দেহগত নাম সম্বোধন ।**

কাহং পরঃশতনিকৃত্যনুবিদ্ধচেতাঃ
সংকল্প এষ সহসা ক্ক সুদুর্ল্লভার্থে।
একা কৃপৈব তব মামজহত্ব্যপাধি-
শূন্যৈবমস্তুমদধত্যগতের্গতির্মে।।৯০।।

শঠতাদি শতদোষে অনুবিদ্ধ চিত্ত আমিই বা কোথায় ? এবং এরূপ সুদুর্লভ বিষয়ে সহসা সঙ্কল্পই বা কোথায় ? হে তুলসি ! তোমার উপাধি রহিতা কৃপাই আমার ন্যায় অগতির গতিরূপ, তুমিই আমার একমাত্র গতি, যেহেতু আমার অপরাধ গননা না করিয়া এই বিষয়ে আমাকে সংকল্প করাইতেছে।।৯০।।

হে রঙ্গমঞ্জরি কুরুষ্ব ময়ি প্রসাদং
হে প্রেমমঞ্জরি কিরাত্র কৃপাদৃশং স্বাং।
মামানয় স্বপদমেব বিলাসমঞ্জ-
র্য্যালীজনৈঃ সমমুরীকুরু দাস্যদানে।।৯১।।

হে রঙ্গমঞ্জরি ! আমার প্রতি প্রসন্নতা বিতরণ করুন , হে প্রেম মঞ্জরি ! আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি প্রদান করুন , হে বিলাস মঞ্জরি ! আমাকে তোমার চরণে আনিয়া দাস্যতা প্রদান করিয়া অন্য সখীগণের সহিত অধিকারিণী করিয়া অঙ্গীকার কর।।৯১।।*

***হে রঙ্গমঞ্জরি ! বলিয়া পরমগুরুর এবং হে প্রেমমঞ্জরি ! পরাৎপর গুরুর সিদ্ধদেহ গত নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। বিলাস মঞ্জরি শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের এবং মঞ্জুলালি শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সিদ্ধদেহগত নাম। শ্রীকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচক্রবর্ত্তী মহাশয়কে শ্রীরূপ গোস্বামী- পাদের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।**

হে মঞ্জুলালি নিজনাথপদাব্জসেবা
সাতত্যসম্পদ তুলাসি ময়ি প্রসীদ ।
তুভ্যং নমোঽস্তু গুণমঞ্জরি মাং দয়স্ব
মামুদ্ধরস্ব রসিকে রসমঞ্জরি ত্বম্ ।।৯২।।

হে মঞ্জুলালি ! তুমি নিজনাথের পদকমল সেবার অতুল সম্পত্তি নিরুপমা বলিয়া প্রসিদ্ধা , তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও । হে গুণ মঞ্জরি ! তোমাকে নমস্কার করিতেছি , আমাকে দয়া কর । হে সুরসিকে রসমঞ্জরি ! তুমি আমার উদ্ধার কর ।।৯২।।*

***হে গুণমঞ্জরি ! ইহা শ্রীগোপালভট্টগোস্বামীর এবং হে রস মঞ্জরি ইহা শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামীর সিদ্ধদেহ গত নাম ।**

হে ভানুমত্যনুপম-প্রণয়াব্ধি-মগ্না
স্ব স্বামিনোস্ত্বমসি মাং পদবীং নয় স্বাং ।
প্রেমপ্রবাহপতিতাসি লবঙ্গমঞ্জ-
র্য্যাত্মীয়তামৃতময়ীং ময়ি ধেহি দৃষ্টিম্ ।।৯৩।।

হে ভানুমতি ! তুমি শ্রীকিশোরিজীর অনুপম প্রণয়সমুদ্রে নিমগ্না , আমাকে তুমি স্বীয় পদবীতে আমাকে গ্রহণ কর । হে লবঙ্গ মঞ্জরি ! তুমি প্রেম প্রবাহে পতিতা, একবার তোমার আত্মীয়তামৃতময়ী দৃষ্টি আমার উপর প্রদান কর ।।৯৩।।*

***হে ভানুমতী ! অর্থাৎ শ্রীজীবগোস্বামী ।**

হে রূপমঞ্জরি সদাসি নিকুঞ্জযূনোঃ
কেলীকলারসবিচিত্রিত-চিত্তবৃত্তিঃ ।
ত্বদ্দত্তদৃষ্টিরপি যৎ সমকল্পয়ং তৎ -
সিদ্ধৌ তবৈব করুণা প্রভুতামুপৈতু ।।৯৪।।

হে রূপমঞ্জরি ! নিকুঞ্জে স্থিত প্রিয়াপ্রিয়তমের বিবিধ কেলিকলারসে তোমার চিত্তবৃত্তি বিচিত্রিত। তোমার দ্বারা প্রদত্ত দৃষ্টি হইয়া আমি যাহা সংকল্প করিয়াছি , তাঁহার সিদ্ধির জন্য তোমার করুণাই প্রভুত্ব প্রাপ্ত হউক।।৯৪।।

রাধাঙ্গশশ্বদুপগূহনত স্তদাপ-
ধর্ম্মদ্বয়েন তনুচিত্তধৃতেন দেব।
গৌরোদয়ানিধিরভূরপি নন্দসূনো
তন্মে মনোরথলতাং সফলীকুরু ত্বং।।৯৫।।

হে দেব ! হে নন্দনন্দন ! শ্রীরাধার অঙ্গ নিরন্তর আলিঙ্গন করিতে করিতে তাঁহার ভাব ও দ্যুতিরূপ ধর্ম্মদ্বয় কর্তৃক তুমি গৌররূপ ধারণ করিয়াছ , তুমি দয়ানিধিরূপে উদয় হইয়াছ ,অতঃ মম মনোরথ সফল কর।।৯৫।।

শ্রীরাধিকাগিরিভৃতৌ ললিতাপ্রসাদ-
লভ্যাবিতি ব্রজবনে মহতীং প্রসিদ্ধিং।
শ্রুত্বাশ্রয়াণি ললিতে তবপাদপদ্মং
কারুণ্যরঞ্জিতদৃশং ময়ি হা নিধেহি।।৯৬।।

এই ব্রজবনে ইহা বিশেষ রূপে প্রসিদ্ধ যে শ্রীরাধাগিরিধারী কেবল ললিতা দেবীর অনুকম্পাতে লাভ হইয়া থাকে। এই কথা শুনিয়া , হে ললিতে ! আমি তোমার পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম , তোমার কারুণ্য রঞ্জিত দৃষ্টি আমার উপর অর্পণ কর।।৯৬।।

ত্বং নামরূপ গুণশীল-বয়োভিরৈক্যাদ্
রাধেব ভাসি সুদৃশাং সদসি প্রসিদ্ধা।।

আগঃ শতান্যগণয়ন্ত্যররীকুরুষ্ব
তন্মাং বরাঙ্গি নিরুপাধি-কৃপে বিশাখে।।৯৭।।

হে বরাঙ্গি ! নিরুপাধিকৃপে বিশাখে ! তুমি নাম,রূপ গুণ,শীল ও বয়সে ব্রজসুন্দরীদিগের নিকট শ্রীরাধার ন্যায় প্রকাশ পাইয়াছ , ইহা সর্ব্বদা প্রসিদ্ধ আছে। হে কপাময়ি ! তুমি আমার শত শত অপরাধ গণনা না করিয়া আমাকে স্বীকার কর।।৯৭।।

হে প্রেমসম্পদতুলা ব্রজনব্যয়ূনোঃ
প্রাণাধিক প্রিয়সখ-প্রিয়নর্ম্মসখ্যঃ।
যুষ্মাকমেব চরণাব্জরজোভিষেকং
সাক্ষাদবাপ্য সফলোঽস্তু মমৈব মূৰ্দ্ধা।।৯৮।।

হে ব্রজের নব্যযুবদ্বয়ের প্রেমসম্পত্ত্যাধিকারিণী, অতুল প্রাণাধিক, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম্ম সখীগণ ! তোমাদের চরণপদ্মের রজোভিষেক সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আমার মস্তক সফল হউক।।৯৮।।

বৃন্দাবনীয়মুকুটব্রজলোকসেব্য
গোবর্দ্ধনাচলগুরো হরিদাসবর্য্য।
ত্বৎসন্নিধিস্থিতিজুষোমম হৃৎশিলাস্ব-
প্যেতা মনোরথলতাঃ সহসোদ্ভবন্তু।।৯৯।।

হে বৃন্দাবনমুকুটস্বরূপ ! হে পর্বত গুরু গিরিরাজ গোবর্ধন ! তুমি সমস্ত ব্রজলোকের সেব্য , তুমি হরিভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত, তোমার নিকটে বসবাস করায় , আমার শিলাসদৃশ চিত্তে এই সকল মনোরথলতা সহসা সমৃদ্ধিযুক্ত হইতেছে।।৯৯।।

শ্রীরাধয়া সম তদীয় সরোবর ত্বৎ
তীরে বসানি সময়ে চ ভজানি সংস্থাং ।
ত্বন্নীরপানজনিতা মমতর্ষবল্ল্যঃ
পাল্যাস্ত্বয়া কুসুমিতা ফলিতাশ্চ কার্য্যাঃ ।।১০০।।

হে শ্রীরাধাকুণ্ড ! তুমি রাধিকার সমান । হে রাধা ! তদীয় সরোবরের তীরে আমি বসবাস করিতেছি এবং শেষসংস্থা লাভ করি । তোমার জলপানজনিত আমার তৃষ্ণাবল্লীসকলকে আপনি কুসুমিত ও ফলিত করিয়া পালন করুন ।।১০০।।

বৃন্দাবনীয়সুরপাদপযোগপীঠ
স্বস্মিন্ বলাদিহ নিবাসয়সি স্বয়ং যৎ ।
তন্মে ত্বদীয় তলতস্থুষ এব সর্ব্ব
সঙ্কল্প সিদ্ধিমপি সাধু কুরুষ্ব শীঘ্রং ।।১০১।।

হে বৃন্দাবনীয় কল্পবৃক্ষপগণ ! হে যোগপীঠ ! তোমরা নিজ বল পূর্ব্বক আমাকে এস্থানে বাস করাইতেছ অতএব তোমাদের তলে নিবাসকারীর (আমার) সর্ব্বসঙ্কল্প সুন্দররূপে শীঘ্র সিদ্ধ করুন ।।১০১।।*

* টীকাকার লিখিয়াছেন যে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একজন ধনবান মাথুর বিপ্র (চৌবে) শিষ্য রহিয়াছিল । তিনি সন্যাসরূপী মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে নিজ ধন ব্যায়ে যোগপীঠে এক কুঞ্জ প্রস্তুত করাইয়া দেন । শ্রীচক্রবর্ত্তী মহাশয় তার শেষ জীবন তথায় অতিবাহিত করেন । এক্ষণে ঐ স্থান শ্রীবৃন্দাবন পাথরপুরায় , সেই স্থলে আজও ভগ্নাবস্থায় চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং শ্রীকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সমাধি ভবন বিদ্যমান রহিয়াছে ।

বৃন্দাবনস্থিরচরন্ পরিপালয়িত্রি
বৃন্দে তয়ো রসিকয়ো রতিসৌভগেন।
আঢ্যাসি তৎ কুরু কৃপাং গণনা যথৈব
শ্রীরাধিকাপরিজনেষুমমাপি সিধ্যেৎ।।১০২।।

হে বৃন্দে ! তুমি বৃন্দাবনের সমস্ত স্থিরচরগণের পালয়িত্রী। তুমি রসিক শ্রীরাধাকৃষ্ণের রতিসৌভগে আঢ্য। তুমি আমাকে কৃপা কর যেন আমি শ্রীরাধিকার পরিজনমধ্য গণনায় সিদ্ধ হইতে পারি।।১০২।।

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম-সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বরব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে।।১০৩।।

হে বৃন্দাবনাবনিপতে ! হে উমাপতি সোমমৌলে ! হে সনন্দন সনাতন নারদ পূজ্য ! হে গোপেশ্বর ! তোমার জয় হউক। তুমি আমাকে ব্রজবিলাসী শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিরুপাধিপ্রেম প্রদান কর।।১০৩।।

হিত্বান্যাঃ কিল বাসনা ভজ সখে বৃন্দাবনং প্রেমদং
রাধাকৃষ্ণবিলাসবারিধিরসাস্বাদং পরং বিন্দসি।
তল্লব্ধু যদি কামনা ঝটিতি তে চেতঃ সমুদ্বর্ত্ততে
বিস্রব্ধঃ সততং সমাশ্রয় দৃঢ়ং সঙ্কল্পকল্পদ্রুমম্।।১০৪।।

হে সখে ! (চিত্তবৃত্তি সকল) রাধাকৃষ্ণবিলাসবারিধির স্বাদই কেবল তোমাদিগের প্রয়োজন। তাহা পাইতে যদি বাসনা কর তবে অন্য বাসনা পরিত্যাগ করিয়া প্রেমদ বৃন্দাবনকে ভজন কর। আর যদি তোমার ঐ

রসাস্বাদ শীঘ্র পাইবার বাসনা প্রবল হয় তাহা হইলে বিশ্বাস পূর্ব্বক দৃঢ় ভাবে আমার এই সঙ্কল্পকল্পদ্রুমকে আশ্রয় কর ।।১০৪ ।।

ইতি শ্রীস্বরূপরূপরঘুনাথকৃষ্ণদাসনরোত্তম চরণানুবর্ত্তি
রসিকেন্দ্রমুকুট মৌলী শ্রীমদ্বিশ্বনাথ
চক্রবর্ত্তী কবিরাজ বিরচিতং
শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমং
সমাপ্তম্

ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দং তুভ্যমেব সমর্পয়ে ।
তেন ত্বদংঘ্রিকমলে রতিং মে যচ্ছ শাশ্বতিম্ ॥

গৌড়ীয় ভক্তি প্রচার সংঘ (প্যাগড) কর্ত্তৃক প্রকাশিত সনাতনীয়,গোস্বামীগণ এবং মহাজনকৃত গ্রন্থাবলী ঃ-

১. শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ (অখণ্ড আখ্যান)
২.শ্রীশ্রীনামামৃত সমুদ্র
৩. শ্রীচৈতন্যশতকম্/শ্রীসার্ব্বভৌমশতকম্
৪. শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্,শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত টীকা সহিত
৫. শ্রীঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী
৬. শ্রীসংকল্পকল্পদ্রুমঃ
৭.নিরামিষ বনাম আমিষ আহার
৮. শ্রীহরিনামামৃত সিন্ধু
৯.শ্রীসিদ্ধস্বরূপ এবং সেবা
১০.শ্রীঅপ্রাকৃত জগতে ভাগবত সেবা
১১.সাধক জীবন ও ভক্তির অনুশীলন
১২. শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন মহিমা
১৩. শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভাগবত জীবন
১৪. শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী
১৫. শ্রীসনৎকুমার সংহিতা
১৬. শ্রীমন্নামামৃতসিন্ধুবিন্দু
১৭. শ্রীরাধারস সুধানিধী
১৮. শ্রীশ্রীউৎকলিকা বল্লরি
১৯.ভক্তি ক্রমবিকাশের অন্তরায়
২০. শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকৃত টীকা সহিত
২১.শ্রীসঙ্গীত মাধবম্
২২. শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ (শ্রীদশম চরিতম্)
২৩. শ্রীমদ্ভাগবত (শ্রীভগবান, ভক্ত এবং ভক্তি প্রসঙ্গ)
২৪.শ্রীক্ষণদা চিন্তামণি

২৫.চাণক্য নীতি
২৬. শ্রীপ্রবন্ধাবলী
২৭. শ্রীগোপাল বিরুদাবলী
২৮. শ্রীসিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়
২৯.শ্রীব্রজবিহার কাব্য
৩০. শ্রীবৈষ্ণব বিবৃতি
৩১.শ্রীগৌরলীলামৃত
৩২.শ্রীচৈতন্যপরিকর
৩৩.শ্রীসিদ্ধান্ত দর্পণঃ
৩৪.শ্রীবেদান্ত স্যমন্তকঃ
৩৫.শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদ্
৩৬.শ্রীঈশোপনিষৎ
৩৭.শ্রীদানকেলিচিন্তামণি
৩৮.শ্রীদানকেলিকৌমুদী
৩৯.শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪০.শ্রীপদামৃত সমুদ্রঃ
৪১.শ্রীআর্য্যশতকম্
৪২.শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য গ্রন্থমালা
৪৩.শ্রীব্রজরীতি চিন্তামণি
৪৪.শ্রীব্রজবিলাস স্তবঃ
৪৫.শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা
৪৬.শ্রীশান্তিশতকম্
৪৭.শ্রীনিকুঞ্জরহস্যস্তবঃ
৪৮.শ্রীমাধুর্য্য কাদম্বিনী
৪৯.শ্রীব্রজ কী মাধুকরী (হিন্দী)
৫০.শ্রীপদাংকদূতম্ (হিন্দী)

অধিক গ্রন্থাবলী শাস্ত্রীজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত